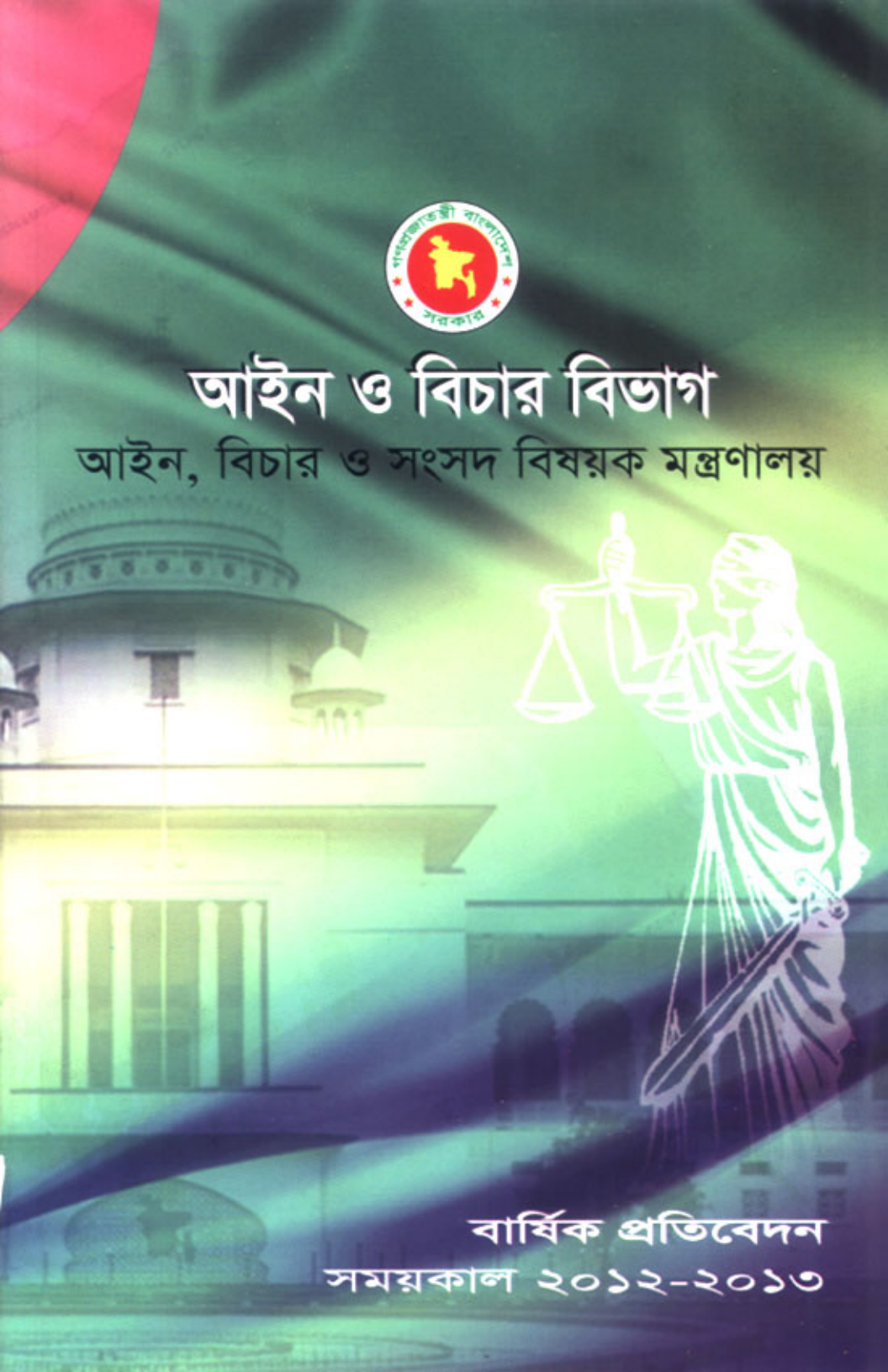

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

সময়কাল ২০১২-২০১৩

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৪
প্রচ্ছদ ঃ মালেক টিপু

মুদ্রণে ঃ মিডিয়া রিফলেকসন্স

প্রকাশক ঃ
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

মোঃ আব্দুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক

সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

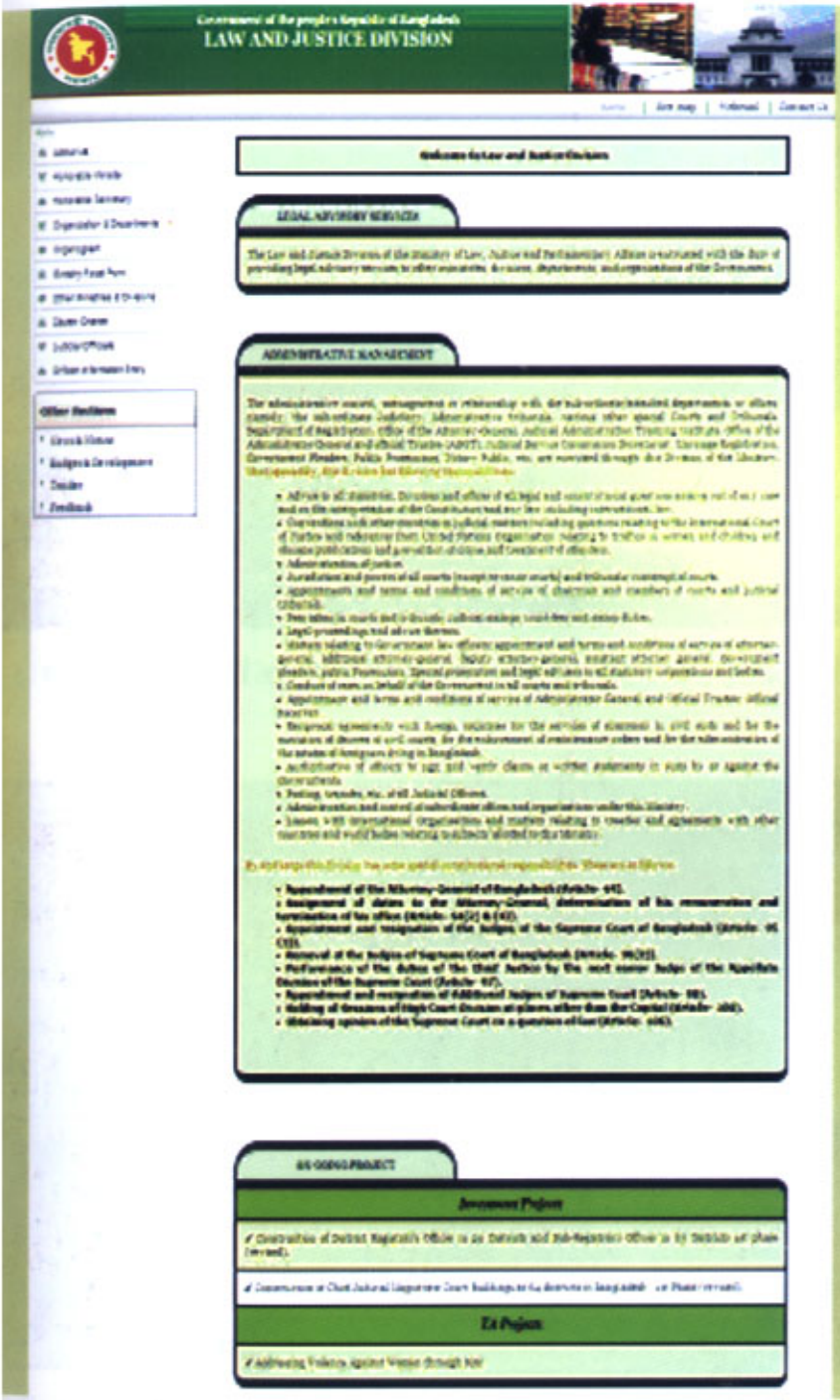

আইন ও বিচার বিভাগ এর ওয়েবসাইটের চিত্র

২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

UNDP-এর Justice Sector Facility প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ভারতের দিল্লী সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

দক্ষিণ কোরিয়া সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেডিয়েশন কনফারেন্সে
বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সামনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর প্রশিক্ষণার্থীদের বঙ্গভবন পরিদর্শন

নবনির্মিত ঝিনাইদহ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন

নবনির্মিত টাঙ্গাইল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন

আইন ও বিচার বিভাগ এর
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩

মুখবন্ধ

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে গঠিত মহাজোট সরকারের শাসনামলে ২০১২-২০১৩ সালে পূর্ববর্তী তিন বছরের (২০০৯-২০১১) সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকান্ডে ব্যাপক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে অধঃস্তন আদালত সমূহে স্বাধীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ প্রদান করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধঃস্তন আদালত সমূহের বিচারকদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় কার্যকর করা শুরু হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of immunity) হতে বের হতে শুরু করেছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইনজীবী সমিতি ভবন, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জন-দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে ডিজিটাল ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আইনে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্বের তিন বছরের ধারাবাহিকতায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিগত ২০১২-২০১৩ সালের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পুস্তিকা আকারে উপস্থাপন করা হলো।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	০১
২.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী	০২
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
	৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	০৩
	৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	০৩
	৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহ	০৩
	৩.৪ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের জনবল	০৪
	৩.৫ সরকারী আইন কর্মকর্মতাদের সংখ্যা	০৪
৪.	বিচারক নিয়োগ, আদালত ও পদ সৃজন, পদোন্নতি এবং অন্যান্য	০৫
	৪.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	০৫
	৪.২ অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত ও পদ সৃজন	০৫
	৪.৩ পদোন্নতি	০৫
	৪.৪ বাজেট ও উন্নয়ন	০৬
	৪.৫ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ও বিধিমালা সংশোধন	০৬
	৪.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ	০৭
	৪.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	০৭
৫.	আই সিটি সেল	০৮
৬.	আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ	১০
	৬.১ অনুমোদিত/ চলমান প্রকল্পের বিবরণ	১০
	৬.২ বিনিয়োগ প্রকল্প	১২
	৬.৩ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	১২
৭.	সলিসিটর অনুবিভাগ এর কার্যাবলী	১৩
৮.	ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠন	১৪
৯.	অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করণ	১৪
১০.	মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার	১৫
১১.	নিবন্ধন পরিদপ্তর	১৫
১২.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	১৬

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	১২.১ কমিশনের পটভূমি	১৬
	১২.২ কমিশনের দায়িত্ব	১৬
	১২.৩ কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী	১৭
	১২.৪ কমিশন সচিবালয়	১৭
	১২.৫ কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট	১৮
	১২.৬ লাইব্রেরী	১৮
	১২.৭ তথ্য প্রদান ইউনিট	১৮
	১২.৮ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০১২-১৩)	১৯
১৩.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০
১৪.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	২৩
	১৪.১ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা ও উদযাপন	২৩
	১৪.২ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ	২৪
	১৪.৩ জেলা পর্যায়ে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ	২৪
	১৪.৪ সহায়ক কর্মচারীদের লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	২৪
	১৪.৫ শ্রমিক আইন সহায়তা সেল প্রতিষ্ঠা	২৪
	১৪.৬ প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ	২৪
	১৪.৭ লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ	২৪
	১৪.৮ সংস্থার ওয়েবসাইট	২৫
	১৪.৯ সংস্থার সেবামূলক কর্মকান্ডের তথ্য ও পরিসংখ্যান	২৫
১৫.	২০১২-২০১৩ সালে আদালতসমূহে বিচারাধীন গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহের তথ্য	২৬
	১৫.১. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৬
	১৫.২. ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা	২৭
	১৫.৩. ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলা	২৭
	১৫.৪ বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের বিচার	২৭
	১৫.৫ উদীচী হত্যাকান্ড ও এর বিচার	২৮
	১৫.৬ জেল হত্যা মামলা	২৮

১. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। তৎপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business এবং Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পূর্ণগঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

২. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business 1996 এর তফসিল-১ এ Allocation of Business Among the Different Ministries and Division অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং পদত্যাগসহ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত/ ডেপুটি/ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর সহ রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এবং এডমিনিস্ট্রেশন জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও দপ্তরের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালত সমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং আদালত অবমাননার বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফি প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।

- আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার নিমিত্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া অত্র বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ১৯৫ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৭ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৫৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৫০ জন।

৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ

১। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

২। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
৩। রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।
৪। সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৫। নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৬। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেল ও সলিসিটর কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৭। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৮। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৯। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

৩.৪ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহের জনবল

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ			
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
১। মহা-প্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার	০১	০১	১৩	০৬
২। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৬৮	---	৭২	৬৮
৩। নিবন্ধন পরিদপ্তর	০৮	০১	২৮	১২
৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	০৮	---	২১	১৩
৫। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১২	০২	২১	২৪

৩.৫ সরকারী আইন কর্মকর্মতাদের সংখ্যা

অ্যাটর্নি জেনারেল	১ জন
অতিঃ অ্যাটর্নি জেনারেল	৩ জন
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল	৬৫ জন
সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল	১২৮ জন
পিপি	৬৬ জন
জিপি	৬৪ জন
বিশেষ পিপি	১৪৪ জন
অতিরিক্ত পিপি	৩১৬ জন
অতিরিক্ত জিপি	১০৮ জন
এপিপি	২৩৪২ জন

এজিপি	৬৩৩ জন
এডভোকেট-অন-রেকর্ড	২৬ জন
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	৬২ জন প্যানেল আইনজীবী
প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল	১৩ জন প্যানেল আইনজীবী
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর	২৫ জন
বিডিআর মামলা পরিচালনায়	২১ জন

৪. বিচারক নিয়োগ, আদালত ও পদ সৃজন, পদোন্নতি এবং অন্যান্য

৪.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ বিচারপ্রার্থী জনগণের দূর্ভোগ লাঘব ও যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২-১৩ সালে আপীল বিভাগে ০৪(চার) জন বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করেছে।

৪.২ অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত ও পদ সৃজন

সারাদেশে অধস্তন আদালতে বিদ্যমান বিশেষ ধরণের মামলাসহ সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিচার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে অত্র বিভাগ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল; খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে ০৩ (তিন) টি মহানগর দায়রা আদালত; সাইবার ট্রাইব্যুনাল সৃজন করাসহ উক্ত আদালতসমূহের অধীন সর্বমোট ৯৮ (আটানব্বই) টি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদ সৃজন করেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ও চীফ প্রসিকিউটরের কার্যালয় এর অধীন ১২২ (একশত বাইশ) টি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদসহ এবং সমগ্র বাংলাদেশে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অধীনে ৫৭ (সাতান্ন) টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ সৃজন করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগণের বিচারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে জেলা সদর হতে ০৬ (ছয়)টি সহকারী জজ আদালত ও জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত থানা সদরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৪.৩ পদোন্নতি

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হতে জেলা ও দায়রা জজ পদে ২৭ জনকে, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে ৫৬ জনকে এবং সিনিয়র সহকারী জজ হতে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে ৪০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করেছে।

সরকার ০১ জন বিচারককে The Advisory Committee of International Criminal Court (ICC) এর সদস্য মনোনয়ন করেছে। এছাড়াও ২১০ জন বিভাগীয় কর্মকর্তার চাকুরী স্থায়ী করা হয়েছে। অত্র বিভাগের অধিনস্থ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সৃজনশীল কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ০২ জন বিচারককে বই প্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও আইনগত বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে দেশে এবং বর্হিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ সম্মেলনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৪ বাজেট ও উন্নয়ন

বিগত ২০১২-২০১৩ সালে অত্র মন্ত্রণালয় হতে বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির জন্য ৯ (নয়) তলা ভিত বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণ; সিলেট জজ কোর্ট কম্পাউন্ডে জেলা বার হল ভবন নির্মাণ; ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় চর শশীভূষন সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ; ভোলা জেলার মনপুরা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ; ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় বিচারক ও স্টাফদের কোয়ার্টার্স নির্মাণ; কুমিল্লা জেলা জজ আদালত কম্পাউন্ডে দ্বিতল বিশিষ্ট আদালত ভবনের ৩য় তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন করণের জন্য ডিজিটাইজেশন কর্মসুচির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৩ সালে দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালতে অফিসে যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজের জন্য ০৭ (সাত) টি কার ও ০৯ (নয়)টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শনের জন্য ১৩ (তের) টি জেলার ১৩ (তের) টি আদালতের জন্য ১৩ (তের) টি কম্পিউটার সিস্টেম ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতিসহ ১৩ (তের) টি ডিসপ্লে ইউনিট ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য পোষাক ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ডমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদানের জন্য নতুন অর্থনৈতিক কোড সৃজনপূর্বক প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি আইন ও বিচার বিভাগের জন্য নুতন ১৪টি পদসহ বাজেট অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

৪.৫ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ও বিধিমালা সংশোধন

বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ১৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধন করে মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারদের নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সদ্য মৃত বা অবসরে যাওয়া নিকাহ রেজিস্ট্রারদের যোগ্য পুত্রকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিধান সংযোজন সহ শুন্য অধিক্ষেত্রে স্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান করে ২০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এস.আর ও নং-৩৩০-আইন/২০১৩খ্রিঃ জারী করতঃ উক্ত বিধিমালা আরও যুগোপযোগী করা হয়।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর আলোকে আলোচিত সময়ে ৬৪ টি জেলায় পূর্বনিযুক্ত নিকাহ রেজিষ্ট্রার এর মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে অধিক্ষেত্রসমূহ এবং নতুন অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে মোট ৭৮৩ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২০ টি জেলায় ৭৮ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৪.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ পাশ হয় ও ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয় এবং উক্ত আইনের ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ২৭ জানুয়ারি ২০১৩খ্রিঃ তারিখে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। ফলে হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বহু যুগের প্রচলিত প্রথার সংস্কার সাধিত হয়ে আইনি কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান হয় এবং হিন্দু নাগরিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এটি আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর আলোকে আলোচিত সময়ে দেশের ৫৮ (আটান্ন) টি জেলার উপজেলাসমূহে এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের (১০টি) অঞ্চলভিত্তিক ৪৮৫ (চার শত পচাশি) টি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং ০৬ (ছয়) টি জেলায় ৪০ (চল্লিশ) জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী-কে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদানের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৪.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগে আলোচিত সময়ে মোট ২৮ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় সারা দেশে জনস্বার্থে ২৫ জন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। বিবেচ্য সময়ে ৭২ জন নিকাহ রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় ২০ জন বরাবর কারণ দর্শাণোর নোটিশ জারী করা হয়, ১৫ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত না হওয়ায় তাদেরকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং ৩৭ জন নিকাহ রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৫. আই সিটি সেল

২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরুতে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সৃজিত প্রোগ্রামার পদে যোগদানের প্রজ্ঞাপন জারি এবং ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রোগ্রামার যোগদানের মাধ্যমে আইসিটি সেল দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এছাড়া সহকারী প্রোগ্রামার পদে পুলিশ প্রতিপাদনের কাজ সমাপ্ত হয় এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। নিম্নে আইসিটি সেল দপ্তরের সেবাসমূহ, জুডিসিয়াল ই-সার্ভিস ও অবকাঠামো উন্নয়নের ২০১২-১৩ অর্থবছরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

কাজের ধরন (Job Type)	বিস্তারিত বিবরণ	
সেবা বিতরণ (Service Delivery)	আইন ও বিচার বিভাগের আইসিটি সেল সেবাসমূহ (Law and Justice Division, ICT Cell Services)	
	জরুরী সেবা (Urgent Services)	আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকার চিঠি, সরকারী আদেশ/সার্কুলার বিষয়সমূহ পিডিএফ আকারে নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যা আগষ্ট ২০১২ হতে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। দপ্তরসমূহের আইসিটি যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হার্ডওয়্যার সরবরাহকারী ভেন্ডরদের নির্বাচন ও আইসিটি যন্ত্রাংশের কারিগরি বিবরণী (Technical Specification) ও টেন্ডার তৈরীতে প্রশাসনিক শাখাসমূহকে আইসিটি সেল নিরলসভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। অকেজো পুরাতন আইসিটি যন্ত্রপাতির তালিকা ও নিলাম সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক বাজেট শাখায় পরামর্শ দেয়া হয়।
	দ্রুতসেবা (Quick Services)	সরকারী কাজে অত্র বিভাগের প্রশাসনিক সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি স্ক্যান করে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে দেশে-বিদেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সহায়তায় ই-মেইল, ডাটা ট্রান্সফার প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ আকারের নথি হস্তান্তর করা হয়।
	প্রত্যক্ষ সেবা (Immediate Services)	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (ইউপিএস, প্রিন্টার, তথ্য সংরক্ষণকারী পেন-ড্রাইভ) সচল ও চালু থাকা অবস্থায় অসাবধনতা বশতঃ হঠাৎ বিকল হয়ে পড়লে তা সক্রিয় করার জন্য প্রত্যক্ষ হালকা মেরামত সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার পরিচালনাকারী সিস্টেম সফটওয়্যার ওএস (OS) ইন্সটল ও আনুসঙ্গিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার দ্বারা কম্পিউটার সমূহকে দপ্তরের কাজের উপযোগী রাখা হয়।
	আইসিটি অ্যাডভোকেসি সেবা (ICT Advocacy Services)	জাতীয়ভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানমূহের নিয়ন্ত্রকদের (Regulatory) মধ্যে জবাবদিহিতার লক্ষ্যে কমপ্লায়েন্স (Compliance) নির্ভর আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন বিনির্মাণের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণ, মিডিয়া, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সেতুবন্ধন তৈরী করা। ব্যাংকিং, টেলিকম, শেয়ার বাজার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা,

		ওষুধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার ব্যয় সংকোচন, পেশাজীবিদের সম্মানী বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনৈতিক সূচক বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি সার্ভিলেন্স (Surveillance) পরিচালনা ও পরামর্শক সৃষ্টিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
উন্নয়ন (Development)	**জুডিসিয়াল ই-সার্ভিসেস উন্নয়ন কার্যক্রম (Judicial E-Services Development Activities)**	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী A2I কর্মসূচীর বিভিন্ন আইসিটি জনসচেতনা বিষয়ক সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট ও মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী অত্র বিভাগের করণীয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টার প্রতিনিধিদের সাথে অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে অত্র বিভাগের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সমূহের তথ্য হালনাগাদ করা হয়।
	জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১২	আইন ও বিচার বিভাগের জুডিসিয়াল ও নন-জুডিসিয়াল (সাধারণ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি অভিন্ন তথ্য ভান্ডার তৈরীর লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক ওয়েববেইজড Demo Software উন্নয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যার ও আইসিটি সেল দপ্তরের কার্যক্রম চালু করার বিষয়ে একটি Power Point Presentation প্রদর্শন করা হয়, যাতে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।
	জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৩	Civil Rules and Orders সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম সমূহ ওয়েব-বেইজড ফরমে রূপান্তরের মাধ্যমে এমআইএস রিপোর্টিং অ্যাপ্লিকেশন (MIS Reporting Apps) উন্নয়ন করা হয়। উক্ত ফরম সমূহের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ মামলা তথ্য ব্যবস্থাপনা সহজ ও যুগোপযোগী করা সম্ভব হবে। বর্তমান ওয়েবসাইটের একটি উন্নত সংস্করণ উন্নয়নের ধারণা গ্রহণ করা হয়।
পরিকল্পনা ও ক্রয় (Planning & Procurement)	**ই-জুডিসিয়াল আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা (E-Judicial ICT Infrastructure Development Planning and Procurement Management)**	আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের অটোমেশন কার্যক্রম সক্রিয় রাখার জন্য নিজস্ব ডোমেইন নির্ভর কেন্দ্রীয় আইসিটি সেল অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়। উক্ত বিষয়ে UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত JSF প্রকল্পের প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা আইন ও বিচার বিভাগের আইসিটি সেল পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও অত্র বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহশীল ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আইসিটি যন্ত্রপাতি আহরণের জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অত্র বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা রয়েছে।

৬. আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ

৬.১ অনুমোদিত/ চলমান প্রকল্পের বিবরণ

আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন বর্তমানে অনুমোদিত ৪টি প্রকল্প (২টি বিনিয়োগ এবং ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য ২০১২-১৩ বছরের মূল এডিপিতে ১০০.২৬ কোটি টাকা (জিওবি ১০০.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৬.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ ছিল। ২০১২-১৩ বছরের সংশোধিত এডিপিতে এখাতে বরাদ্দের পরিমান ১২৪.৫৬ কোটি টাকা (জিওবি ১১২.৯৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১.৬২ কোটি টাকা) তে নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে জুলাই ২০১২ হতে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমান প্রায় ৭৭.৩১ কোটি টাকা (জিওবি ৬৯.২৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮.০৫ লক্ষ টাকা), যা মূল এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৭৭% এবং সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৬২%। চলমান প্রকল্পসমূহের বিবরণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০১৩ পর্যন্ত (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের কর্মকান্ডের বিবরণ এবং অগ্রগতি
			বিনিয়োগ প্রকল্প	
১	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম-পর্যায়) সংশোধিত প্রকল্প। বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর। মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত।	মোট ৮৭০৩৭.০০ জিওবি ৮৭০৩৭.০০ প্রঃসাঃ -	মোট ১৫৯২৪.২৪ জিওবি ১৫৯২৪.০০ প্রঃসাঃ -	প্রকল্পের আরডিপিপি গত ০৮.০২.২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পে ৩৪ টি জেলায় বহুতল বিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং ৩০ টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। ইতোমধ্যে ৩১ টি জেলায় (টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালি, যশোহর, লক্ষীপুর, খুলনা, সিলেট, জামালপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, বগুড়া, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, রংপুর, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালী) নির্মাণ কাজ গৃহীত হয়েছে। আরো ২টি জেলায় (ঢাকা এবং মাগুরা) জায়গা নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে এবং তথায় আদালত ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহনের জন্য নির্বাচিত জেলাসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় (ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাগুরা, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ,

				নওগাঁ, বাগেরহাট ও গাইবান্ধা) জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। ৫টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, নরসিংদী ও গাজীপুর) জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে না। ৯টি জেলায় (ঝালকাঠি, রাজবাড়ী, ফেনী, বরগুনা, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, বান্দরবান, নাটোর ও নীলফামারী) জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিষ্ট্রী ও ৬৩ টি উপজেলায় সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ভবন নির্মাণ- (১ম পর্যায়) সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবন্ধন পরিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর। মেয়াদকাল জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত।	মোট ১৩০১৮.০০ জিওবি ১৩০১৮.০০ প্রঃসাঃ -	মোট ১০১৯২.০০ জিওবি ১০১৯২.০০ প্রঃসাঃ -	প্রকল্পে ২০ টি জেলায় জেলা রেজিষ্ট্রী অফিস ভবন, ৩৪টি উপজেলায় সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ভবন নির্মাণ এবং ২৩ টি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত আছে। এ পর্যন্ত ১২টি জেলা রেজিস্ট্রী অফিস এবং ২৭টি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ টি জেলা রেজিষ্ট্রী ও ৬ টি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ১২টি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিবন্ধন পরিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী হচ্ছে। তাতে নিবন্ধন কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে এবং সরকারী রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮৩%।
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প			
১	এড্রেসিং ভায়োলেন্স এগেইনেষ্ট উইমেন থ্রু আইওএম বাস্তবায়নে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত।	মোট ৮০.৭১ জিওবি ১৫.০০ (ইনকাইন্ড) প্রঃসাঃ ৬৫.৭১	মোট ৬০.৯৮ জিওবি - প্রঃসাঃ ৬০.৯৮	নিম্ন আদালতের বিচারকগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগপূর্বক নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন বিষয়ে একটি Judiciary Training Mannual প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ম্যানুয়েলের উপর ৯৬০ জন বিচারক এবং ৩২০ জন প্রসিকিউটরদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৯৪০ জন বিচারক এবং ৩২২ জন প্রসিকিউটরের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৩ তারিখে উত্তীর্ন হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯৫%।

২	জুডিসিয়াল ট্রেনথেনিং (JUST) প্রকল্প। বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫	মোট ৩৩৬১.৫০ জিওবি ১২১.০০ প্রঃসাঃ ৩২৪০.০০	মোট ৭৯১.০০ জিওবি - প্রঃসাঃ ৭৯১.০০	সুপ্রীম কোর্ট এবং ৩টি পাইলট জেলা আদালতের মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আদালত প্রশাসন পদ্ধতির অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে মামলার জট কমানো এবং জনগনের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১২ মাসে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে এবং পাইলট জেলাগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে Need Assesment Study & Mediation ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাইলট জেলাগুলোতে ৩টি এবং সুপ্রীম কোর্টে ৪টি মোট ৭টি Case Management Committee গঠিত হয়েছে। পাইলট জেলাতে Baseline Survey এবং Business Process Mapping এর কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

৬.২ বিনিয়োগ প্রকল্প

(১) ২৮টি জেলায় আনুষংগিক সুবিধাদিসহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।

বাংলাদেশের ২৮টি জেলায় বিদ্যমান জেলা জজ আদালত ভবনের ১/২ তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণপূর্বক এজলাস ও আনুষংগিক অবকাঠামো তৈরীর জন্য এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৪.৯৯ কোটি টাকা (সম্পূর্ন জিওবি) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত। আইন ও বিচার বিভাগ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহায়তায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সভার সুপারিশমতে ডিপিপি পুনঃগঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬.৩ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

(১) জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি প্রকল্প।

বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়, যোগাযোগ ও সহযোগীতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়নপূর্বক জাস্টিস সেক্টরের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ২টি পাইলট জেলায় (কুমিল্লা এবং পাবনা) মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য এ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় প্রায় ৫৭.৩৩ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৫৬.৯৫ কোটি টাকা এবং জিওবি ৩৮ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত। ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নকারী সংস্থা। উক্ত প্রকল্পে ৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান প্রায় ৫৬.৯৫ কোটি

টাকা অর্থায়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি মধ্যে Prodoc স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত Special Project Evaluation Committee (SPEC)এর সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিচারখাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দক্ষতা ও সামর্থবৃদ্ধি পাবে, মামলার জট কমবে এবং ন্যায় বিচারের পথ প্রশস্ত হবে।

(২) জাস্টিস রিফর্ম এন্ড করাপশন প্রিভেনশন প্রকল্প

Criminal Justice Delivery পদ্ধতির অধিকতর উন্নয়ন এবং দূর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জার্মান সরকার উক্ত প্রকল্পে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো সমপরিমান প্রায় ২৫.৭৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছে। GIZ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং দূর্নীতি দমন কমিশনের সহযোগিতায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬.৭৫ কোটি টাকা (জিওবি ১.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫.৭৫ কোটি টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ৫টি জেলায় (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর এবং রংপুর) বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের টিপিপি অনুমোদনের জন্য সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. সলিসিটর অনুবিভাগ এর কার্যাবলী

সরকার কর্তৃক/ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার বিবরণীঃ

শাখার নাম	সরকারী সম্পত্তি/ স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থা সমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
দেওয়ানী	৮১৭	----	----	৮১৭	১৪২
এটি/ এএটি	৪৯০	----	----	৪৯০	২৯৩
রিট	----	১৫,৭২৫	----	১৫,৭২৫	৮,০৭২
ফৌজদারী	২০০	----	----	২০০	----

২০১২-২০১৩ বছর সরকার কর্তৃক/ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি/ পিপি শাখা হতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে ৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৬ জন প্রসিকিউটর, বিডিআর মামলা পরিচালনায় ৭ জন স্পেশাল পিপি, ঢাকা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে ৫ জন প্যানেল আইনজীবীসহ সারা দেশে মোট ৬৯ জন বিশেষ পিপি/ অতিঃ পিপি/ অতিঃ জিপি/ এপিপি/ এজিপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৮. ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠন

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে উঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বৎসরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার অত্র বিভাগের বিজ্ঞ সলিসিটরকে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছেন। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিতভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৯. অধ্যাদেশ আইনে পরিণতকরণ

৯.১ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা, অন্যান্যের মধ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কিত, বিশেষত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশ সমূহের অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। এ অবস্থায় ২০১৩ সালের ৬নং আইনের মাধ্যমে The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance 1976, The Registration (Extension of Limitation) Ordinance 1976, The Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance 1976, The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance 1976, The Supreme Court Judges (Remuuneration and Privileges) Ordinance 1978, The Law Reforms Ordinance 1978 অধ্যাদেশ সমূহকে আইনে পরিণত করা হয়। উক্ত সময়ের অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত অন্যান্য অধ্যাদেশসমূহ আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অধ্যাদেশসমূহ আইনে পরিণত করার কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।

৯.২ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা, অন্যান্যের মধ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী সম্পর্কিত, বিশেষত, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। এ অবস্থায় ২০১৩ সালের ৭নং আইনের মাধ্যমে The Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance 1982, The Family Court Ordinance 1985 অধ্যাদেশসমূহকে আইনে পরিণত করা হয়। উক্ত সময়ের অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত অন্যান্য অধ্যাদেশসমূহ আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অধ্যাদেশসমূহ আইনে পরিণত করার কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।

১০. মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার

মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার অফিসের ২০১২ইং সনের জুলাই হতে ২০১৩ইং সনের জুন পর্যন্ত আর্থিক বছরের অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ৩ (তিন) টি দেউলিয়া কোম্পানী যথাঃ- (১) গামাটেক লিঃ (দেউঃ), (২) গণফোন বাংলাদেশ লিঃ (দেউঃ) ও (৩) বাংলাদেশ টায়ার্স লিঃ (দেউঃ) নামীয় কোম্পানীর টাকা হতে পাওনাদারদের সকল প্রকার পাওনা পরিশোধ করে সরকারী ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট ১,০৫,৬৬,৮১৩.৭৯ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশত তের টাকা উনআশি পয়সা) সরকারী কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকায় জমা করা হয়েছে।

১১. নিবন্ধন পরিদপ্তর

ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক হলো জনগণের সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যক্রমকে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নিবন্ধন পরিদপ্তরের মূল দায়িত্ব হল নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করা। নিবন্ধন পরিদপ্তর জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল এবং অন্যান্য পরিপত্রের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে সাব- রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৭৬টি।

মহাজোট সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যায়িত সময় হ্রাস, রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ বছরে নিবন্ধন পরিদপ্তরের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপঃ

অর্থ বৎসর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	দলিল সংখ্যা
২০১২-২০১৩	৬২৬৯,৯৩,৪৭,২৩৭/-	১৩২৩,৪১,০৪,৮৯১/-	৭৫৯৩,৩৪,৫২,১২৮/-	২৯৯,২১,২৮,৪৩২/-	৭২৯৪,১৩,২৩,৬৯৬/-	৪৪,৩০,১৩৫ খানা

১২. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

১২.১ কমিশনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রথমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করতঃ ১১-সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ ইং তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে বিধিমালা অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২.২ কমিশনের দায়িত্ব

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা।
- প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। যেমন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষার আয়োজন করা।

১২.৩ কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে; এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।

কমিশনের দায়িত্ব তথা কার্যাদি সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করতে পারবে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবে।

কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন;

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে;

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উল্লেখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের মেধা তালিকা প্রস্তুতকরতঃ তা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবে।

১২.৪ কমিশন সচিবালয়

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। তদানুসারে বিগত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিবালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারীকৃত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যসম্পাদন আদেশ, ২০০৪' মোতাবেক কমিশন সচিবালয় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখতে পারবে।

১২.৫ কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট

বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট যার ঠিকানা **www.jscbd.org.bd** খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি **(www.jscbd.org.bd)** আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

১২.৬ লাইব্রেরী

অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরী অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে, সদাশয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে অত্র কমিশনের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ভবনের ৭ম, ৮ম ৯ম ও ১০ম তলার আংশিক (পূর্বাংশে) স্থায়ীভাবে নবনির্মিত অফিসের একটি সুপরিসর কক্ষে লাইব্রেরী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অত্র কমিশনের লাইব্রেরীর জন্য ইতোমধ্যে ১৯২৮টি বই ক্রয়সহ অনুদানসূত্রে পাওয়া গেছে।

১২.৭ তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিবকে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

১২.৮ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০১২-১৩)

- ৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১১ এর যাবতীয় কার্যক্রম ২০১২ খ্রীস্টাব্দে সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১২৫ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। উক্ত বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। কমিশন পরিচালিত বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক উল্লেখিত ১২৫ জন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ১২৫ জন প্রার্থীর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নপূর্বক তাদেরকে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ৭৭টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ৭ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১২ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৭ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১২ এর বিজ্ঞপ্তির ব্যাপক প্রচারের ফলে ৪১৪৫ জন প্রার্থীর আবেদনপত্র কমিশনে জমা পড়ে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহের মধ্য হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৪১৩৬ জন প্রার্থীকে ডিসেম্বর ০৮, ২০১২-এ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৫৯৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়, যারা পরবর্তীতে ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।
- শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের ২০১২ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী এবং দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৩ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষার ফলাফলসমূহ যথারীতি কমিশনের সভায় অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাসকে সামগ্রিকভাবে অধিকতর যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করার নিমিত্ত ৬২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজেএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টনের অধিকতর, সংশোধন ও সংযোজনের নিমিত্ত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে বিজেএস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টন সংশোধন ও পরিমার্জন করা হলে কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই ও মনোনয়ন প্রদান করা সহজতর হবে।
- বর্তমানে কমিশন সচিবালয় অস্থায়ীভাবে বিচার প্রশাসন প্রশিণ ইন্সটিটিউট ভবন, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা এর ৯টি কক্ষে সাময়িকভাবে অফিস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম তলার (আংশিক) নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত তিনটি তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্নপূর্বক কমিশন সচিবালয় ও এর বিভিন্ন দপ্তরসমূহ স্থানান্তর হলে কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালাটি চূড়ান্ত করণ না হওয়ায় কমিশনের বিভিন্ন স্তরের শূন্য পদসমূহ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সম্প্রতি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী), নিয়োগ বিধিমালা ২০১২ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর এর প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার ফলে কমিশন সচিবালয়ের ১৩টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের নিমিত্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় কমিশনের অধিকাংশ সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে আলোচ্যসূচী ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিগত মার্চ ১৯, ২০১২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করা হয়েছে।

১৩. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার কর্মবিভাগের নিযুক্ত ব্যক্তি, আইনজীবী ও বিচার ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের নিমিত্তে ১৯৯৫ সালের ২৩শে মার্চ, ১৪০১ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র তারিখে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এছাড়াও পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে আছেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত বা সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুইজন বিচারক, যাদের মধ্যে প্রবীনতর বিচারক বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও হবেন; বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল; ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ); সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; রেক্টর, বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার; রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা; ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল; সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন; ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন), যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হবেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বোর্ডের উপদেষ্টা হবেন।

মুলতঃ বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকারী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এডভোকেট এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণক প্রশিক্ষণ প্রদান; আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা; আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা এবং উক্তরূপ

গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ; বিচার ব্যবস্থা ও বিচার কার্যের গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা; বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাময়িকী, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ; বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এই আইনের অধীন প্রশিক্ষণের পাঠক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ; ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট প্রদান; লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন ও তা পরিচালনা; বিচার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে কোন কাজ; উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব।

ইনস্টিটিউট ১ জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৩ সময় পর্যন্ত নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সম্পন্ন করে

নং	কোর্সের শিরোনাম	টার্গেট গ্রুপ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			সময়কাল
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	১১৫তম বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৩২	৩	৩৫	০৭/৭/২০১২-১৭/৭/২০১২
২	১১৬ তম বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	সিনিয়র সহকারী জজ/ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	৩৪	৫	৩৯	০৮/৯/২০১২-১৯/৯/২০১২
৩	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক কর্মশালা	জেলা ও দায়রা জজ	৪৭	১৩	৬০	২২/৯/২০১২
৪	১১৭ তম বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	সিনিয়র সহকারী জজ/ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	২৫	১০	৩৫	০৬/১০/২০১২-১৮/১০/২০১২
৫	বেঞ্চ সহকারীদের ১ম চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী	৪৩	২	৪৫	১১/১১/২০১২-১৫/১১/২০১২
৬	বেঞ্চ সহকারীদের ২য় চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী	৪২	১	৪৩	১৮/১১/২০১২-২২/১১/২০১২

৭	বেঞ্চ সহকারীদের ৩য় চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী	৪১	১	৪২	০৯/১২/২০১২-১৩/১২/২০১২
৮	বেঞ্চ সহকারীদের ৪র্থ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী	৩৯	৩	৪২	২২/১২/২০১২-২৭/১২/২০১২
৯	বেঞ্চ সহকারীদের ৫ম চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী	৪২	৩	৪৫	৩০/১২/২০১২-০৩/০১/২০১৩
১০	১১৮ তম বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	২৭	১	২৮	১৯/০১/২০১৩- ৩১/০১/২০১৩
১১	মধ্যস্থতা দতক্ষা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ	২১	২	২৩	২৭/০১/২০১৩-৩০/০১/২০১৩
১২	মধ্যস্থতা দতক্ষা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ	২৩	১	২৪	১৮/৩/২০১৩-২১/৩/২০১৩
১৩	মধ্যস্থতা সংক্রান্ত পেশাজীবী প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ	১৯	২	২১	২৩/৩/২০১৩-২৫/৩/২০১৩
১৪	২৬ তম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	৩১	১৪	৪৫	৩১/৩/২০১৩-২৮/৫/২০১৩
১৫	১১৮ তম বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	যুগ্ম জেলা জজ ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	৩৩	৬	৩৯	০৩/৬/২০১৩-১৩/৬/২০১৩
১৬	প্রি বারগেইনিং সংক্রান্ত "Train the trainer" প্রোগ্রাম	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা/ আইনজীবী	৩৬	৪	৪০	১৭/৬/২০১৩-১৯/৬/২০১৩
		সর্বমোট =	৫৩৫	৭১	৬০৬	

প্রতিবেদনাধীন বছরে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক মোট ১৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৬০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দর্শনীয় স্থান তথা সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, নারায়নগঞ্জ, জাতীয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন পরিদর্শন করা হয়। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিণার্থীদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘর ও লালবাগ কেল্লা, রেজিষ্ট্রেশন অফিস পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষণকালীন সময়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের নিমিত্তে Attachment থাকে। বিভিন্ন মানবাধিকার পরিবেশবাদী সংগঠন তথা জাতীয় মহিলা

আইনজীবি সমিতি, BELA, BLAST প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিভিন্ন সেমিনার/ ওয়ার্কসপের আয়োজন করেছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের PALRP প্রজেক্টের আওতাধীনে শিশু আইনের উপরে দুদিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের একমাত্র ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, মিরপুরে সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সালে অত্র ইনস্টিটিউটে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটদের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তে Indoor Games চালু করা হয় যাতে টেবিল টেনিস, কেরাম, দাবা, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা এই অর্থ বছরে JATI Journal Volume XII, January, 2013 যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীর জন্য সর্বমোট ৩,৫০,০০০/- টাকায় ৭৮৭ টি বই ক্রয় করা হয়েছে।

১৪. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়- সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য চিত্র নিম্নরূপ ঃ

১৪.১ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা ও উদযাপন

জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রদান সংস্থার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার ২০১৩ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ কার্যকরের তারিখ অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল কে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' ঘোষণা করেছে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালিত হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির উদ্যোগে র‍্যালী, আলোচনা সভা, লিগ্যাল এইড মেলা, স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী, সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার, পোস্টারিং, মাইকিং, ম্যাগাজিন বা দেয়ালিকা প্রকাশ, শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কিছু এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

১৪.২ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ

লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য সৃষ্ট ১৯২টি পদের মধ্যে বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৬টি জেলায় ১৬ জন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পদে পদায়ন করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, যশোর, বগুড়া, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, পাবনা, মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং নারায়নগঞ্জ। এসব জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ গরিব ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ এডিআর বা মিমাংসার মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করছেন।

১৪.৩ জেলা পর্যায়ে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য সৃষ্ট ৬৪টি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মধ্যে ৪২টি এবং এমএলএসএস (আউটসোর্সিং) এর ৬৪টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৪.৪ সহায়ক কর্মচারীদের লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

২০১৩ সালের জুন মাসে ৪২ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রারিকগণকে সাভারস্থ ব্র্যাক সিডিএম সেন্টারে তিন দিনব্যাপী লিগ্যাল এইড অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রারিকগণকে আরো দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

১৪.৫ শ্রমিক আইন সহায়তা সেল প্রতিষ্ঠা

২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ঘোষণার প্রেক্ষিতে সংস্থা মতিঝিলস্থ শ্রম ভবনে একটি "শ্রমিক আইন সহায়তা সেল" প্রতিষ্ঠা করে। এই সেলে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩ জন কর্মচারী অসহায় ও দরিদ্র শ্রমিকদেরকে আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ সবরকমের আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

১৪.৬ প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণার জন্য সংস্থা কর্তৃক বিগত অর্থবছরে ৬৪টি জেলা কমিটির নিকট ২৫০০০ পোস্টার, ৩৫০০০ লিফলেট, ২৮০০০ স্টিকার, ১২০০০ ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ২৪০০০ আবেদন ফরম বিতরণ করা হয়েছে।

১৪.৭ লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ৯৫,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা প্রদানের প্রেক্ষিতে প্যানেল আইনজীবীদের ফি বাবদ ১১,১০,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.৮ সংস্থার ওয়েবসাইট

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে অধিকতর জনমূখী করার লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ওয়েবসাইট www.nalso.gov.bd এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে বিপুল তথ্যের সমন্বয়ে উক্ত ওয়েবসাইট গঠন করা হয়েছে। ওয়েব সাইটে আইনগত সহায়তা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী, আইনি উপায় ও আইনগত সহায়তা গ্রহনের পদ্ধতি সুচারুরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওয়েবসাইট হতে যে কোন ব্যক্তি সরকারি আইনগত সহায়তা গ্রহনের ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।

১৪.৯ সংস্থার সেবামূলক কর্মকান্ডের তথ্য ও পরিসংখ্যান

➤➤ আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা

অর্থ বছর	আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা			
	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
২০১২-২০১৩	৯০১২	৭৮৩৬	৩০	১৬,৮৭৮

➤➤ নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

অর্থ বছর	দেওয়ানী	ফৌজদারী	মোট
২০১২-২০১৩	১৭৪১	৩১২১	৪৮৬২

➤➤ সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার পরিসংখ্যান

সময়কাল	নিষ্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার পরিমান
২০১২-২০১৩	৩৭৮ টি

➤➤ হটলাইনের মাধ্যমে আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণের পরিসংখ্যান

সময়কাল	আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা
২০১২-২০১৩	৩৭৩১ জন

➤➤ শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে আইনি সেবার পরিসংখ্যান

সময়কাল	আইনগত সেবা গ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা
২০১২-২০১৩ (২ মাস)	৩৯ জন

১৫. ২০১২-২০১৩ সালে আদালতসমূহে বিচারাধীন গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহের তথ্য

১৫.১. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যারা গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধসমূহ সংঘঠিত করেছে তাদের অপরাধসমূহ বিচারের নিমিত্ত সরকার The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর অধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনকারীদের বিচারের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ০১(এক) জন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে ও অপর ০২ (দুই) জনকে সদস্য করে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট ০২টি ট্রাইব্যুনাল করে। উক্ত ০২টি ট্রাইব্যুনালে মোট ০৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং ০৯টি মামলার রায় ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে যার ০৬টি মামলার রায়ে মৃত্যুদন্ড এবং ০১টি মামলায় যাবজ্জীবন, অন্য ০১টি মামলাতে ৯০ বছর অথবা আমৃত্যু এবং অন্য ০১টিতে আমৃত্যু কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মোঃ কামারুজ্জামান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আলী আহসান মোঃ মুজাহীদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আশরাফুজ্জামান খান এবং চৌধুরী মঈনুদ্দীন। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অধ্যাপক গোলাম আযমকে ৯০ বছর অথবা আমৃত্যু কারাদন্ড এবং আব্দুল আলীমকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন দন্ডাদেশের এবং ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী খালাস বা অপর্যাপ্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার বিধান ছিল না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সকল নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয় লাভের যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানে তা প্রতিফলিত হয়নি। ট্রাইব্যুনালের বিচারের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত খালাস আদেশ বা অপর্যাপ্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সরকার ও দন্ডিত ব্যক্তির পাশাপাশি অভিযোগকারী বা সংবাদদাতাকেও আপিল দায়েরের সুযোগ প্রদান করাসহ আপিল নিষ্পত্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট করে "International Crimes (Tribunals) (Amendment) Act 2013" শীর্ষক আইনটি প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের প্রেক্ষিতে সরকার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আব্দুল কাদের মোল্লাকে প্রদত্ত দন্ডের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করে এবং আপীলের রায়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। উক্ত মৃত্যুদন্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। এছাড়াও সরকার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত গোলাম আযম এর অপর্যাপ্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করেছে, উক্ত মামলা বর্তমানে শুনানীর জন্য অপেক্ষমান।

১৫.২. ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা

দেশের বহুল আলোচিত চট্টগ্রামে বিচারাধীন ১০ ট্রাক অস্ত্র সংক্রান্ত মামলার বিচার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ৩০.০১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত রায়ে আদালত বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৪ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন।

১৫.৩. ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পরিকল্পনায় এবং গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে হত্যাকান্ড ঘটানোর কারণে দায়েরকৃত হত্যা, হত্যা চেষ্টা এবং গ্রেনেড হামলা মামলা বর্তমানে শুনানী পর্যায়ে আছে ইতোমধ্যে উক্ত মামলায় ৭৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আসামী মজিদ ভাটের স্ত্রী কর্তৃক রাষ্ট্রপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষীর বিরুদ্ধে আসামীরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। বর্তমানে হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা শুনানী পর্যায়ে আছে।

১৫.৪ বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের বিচার

নবম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে সরকারকে পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর এর সদর দপ্তরে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদস্য কর্তৃক সংঘটিত ন্যক্কারজনক বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ নৃশংস হত্যাকান্ডে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল সশস্ত্র বাহিনীর ৫৭ জন মেধাবী সামরিক কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে শাহাদাত বরণ করতে হয়, যা জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিডিআর আইন অনুযায়ী বিদ্রোহের বিচার কাজ সম্পন্ন হয় এবং অপরাধী বিডিআর জওয়ানদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাছাড়াও উক্ত ঘটনায় দায়ের কৃত হত্যা মামলার রায় ০৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ঘোষিত হয়। মামলার রায়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তোরাব আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৫ বছর কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। আদালত ১৫৪ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন। এছাড়া ৪২১ জনের কারাদন্ডাদেশ হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫৯ আসামীকে যাবজ্জীবনসহ ৪০ বছর ও ২৬২ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮৫০ জন আসামীর মধ্যে খালাস পেয়েছেন ২৭১ জন। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের বৃহত্তম এ মামলায় আদালত ৬৫৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

১৫.৫ উদীচী হত্যাকান্ড ও এর বিচার

উদীচী হত্যাকান্ড মোকদ্দমাটি চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ন মামলা হিসাবে সরকার বিবেচনা করে। উক্ত হত্যাকান্ড সম্পর্কিত বিজ্ঞ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হতে অত্র বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা হয় এবং উক্ত আপীল দুটি বর্তমানে মহামান হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন আছে।

১৫.৬ জেল হত্যা মামলা

বাঙ্গালী জাতির জন্য একটি দুর্ভাগ্য ও কলংকজনক অধ্যায় হলো আমাদের জাতীয় বীর চার নেতাকে কতিপয় মানুষ নামক নরপশু ০৩/১১/১৯৭৫ খ্রিঃ তারিখ জেলের মধ্যে আটক অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে। দীর্ঘ ৩৬ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সেই হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি এবং জাতিকে সেই অভিশাপ হতে আজও মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় চার নেতা তথা জেল হত্যা মামলার বিচারের দাবিটি সকল জনগণ ও সময়ের দাবী। জনগণের সেই দাবীকে বাস্তবায়ন করার জন্য মহাজোট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিতকায় এ,ও,আর নিয়োগসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের করা হয় যা বর্তমানে শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।